তারিখ: 29 FEB 2018
পৃষ্ঠা: 20 কলাম: 2

প্রথম আলো

01 MAR 2018

প্রশ্নপত্র সৃজনশীল, তবে শিক্ষকেরা নন

মোশতাক আহমেদ ●

৪১ শতাংশ স্কুল সৃজনশীল প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারে না

দেশের প্রায় ৪১ শতাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারে না। এদের মধ্যে ২৩ দশমিক ৭২ শতাংশ বিদ্যালয় তাদের শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন সাময়িক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করে অন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সহায়তা নিয়ে। আর ১৬ দশমিক ৭৬ শতাংশ বিদ্যালয় বাইরে থেকে বাণিজ্যিকভাবে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে পরীক্ষা নেয়।

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালুর সাত বছর পর এ রকম চিত্র উঠে এসেছে সরকারের করা এক তদারকি প্রতিবেদনে। গত নভেম্বরে দেশের নয়টি শিক্ষা প্রশাসনিক অঞ্চলের ৬ হাজার ৫৯৪টি বিদ্যালয় ঘুরে এই প্রতিবেদন তৈরি করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে ১৮ হাজার ৫৯৮টি। প্রতিবেদনে বলা হয়, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি নিশ্চিত করতে হলে বাইরে থেকে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে এবং শিক্ষকেরা নিজেরা যাতে প্রশ্ন তৈরির সামর্থ্য অর্জন করতে পারেন, সে উদ্যোগ নিতে হবে।

কিছুদিন আগে একটি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এক প্রতিবেদনেও বলা হয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫৫ শতাংশ শিক্ষক সৃজনশীল পদ্ধতি বোঝেন না।

মুখস্থ বিদ্যা পরিহার করে শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয় যথাযথ অনুধাবন করে মেধা খাটিয়ে উত্তর লিখবে, এতে নোটবই, গাইড বইয়ের ব্যবহার বন্ধ হবে—এমন চিন্তা থেকে মাধ্যমিক স্তরে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু হয়েছিল।

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৮

প্রশ্নপত্র সৃজনশীল

শেষ পৃষ্ঠার পর

তবে গত কয়েক মাসে ঢাকা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর ও পিরোজপুরের অন্তত ২০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে এ প্রতিবেদকও একই ধরনের চিত্র পেয়েছেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বলছেন, এই পদ্ধতি পুরোপুরি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। কেননা শিক্ষকেরাই বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারেননি।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক সালাম খান *প্রথম আলো*কে বলেন, সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে উদ্দীপক হলো মূল বিষয়। কিন্তু অনেক শিক্ষক ক্লাসে এই উদ্দীপক ভালোভাবে পড়াতে পারেন না কিংবা পড়ান না।

মাউশির কয়েকজন কর্মকর্তা ও কয়েকজন শিক্ষক বলেন, গাইড বইগুলোতে যে নমুনা প্রশ্ন দেওয়া থাকে, কিংবা পাবলিক পরীক্ষায় যে প্রশ্নগুলো দেওয়া হয়, অধিকাংশ শিক্ষক শুধু তা অনুসরণ করে নাম পাল্টে প্রশ্নপত্র তৈরি করেন। ফলে প্রশ্নগুলো গতানুগতিক হয়ে যায়।

শিক্ষাসচিব সোহরাব হোসাইন গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, সৃজনশীল প্রশ্নপত্র তৈরির ব্যাপারে তাঁরা শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষক দিচ্ছেন।

মাউশির 'একাডেমিক সুপারভিশন প্রতিবেদন'-এ বলা হয়, সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশ্নপত্র তৈরির ক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলো। এই অঞ্চলের ৩৮ দশমিক ৮৭ শতাংশ বিদ্যালয় বাইরে থেকে এ ধরনের প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে। আংশিকভাবে প্রশ্ন করতে পারেন ২৮ দশমিক ১৯ শতাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা। আর প্রায় ৩৮ শতাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা নিজেরা এ ধরনের প্রশ্ন করতে পারেন। সিলেট অঞ্চলের ৩২ দশমিক ৬৮ শতাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা আংশিকভাবে এই প্রশ্ন করতে পারেন। ৪ দশমিক ৬১ শতাংশ বিদ্যালয় বাইরে থেকে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে। ঢাকা অঞ্চলের শিক্ষকদের সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়নের দক্ষতা বেশি। এই অঞ্চলের ৬২ দশমিক ৬৫ শতাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পুরোপুরি সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারেন। তবে ২৩ দশমিক ৬৮ শতাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা বাইরে থেকে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করেন। আংশিক প্রশ্ন করতে পারেন ১৩ দশমিক ৬৭ শতাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ প্রথম আলোকে বলেন, এই পদ্ধতিতে শিক্ষকদের যে ব্যাপক ও নিবিড় প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল তা হয়নি। এ ছাড়া সৃজনশীল প্রশ্ন করার জন্য সৃজনশীল অর্থাৎ মেধাবী শিক্ষক দরকার। কিন্তু বর্তমানে অনেক শিক্ষক এটা ধারণ করেন না। ফলে অনেকেই অন্যদের ওপর নির্ভরশীল হচ্ছেন। যেসব শিক্ষক সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নে দক্ষ, তাঁদের দিয়ে প্রশ্নব্যাংক করে সেখান থেকে আপাতত প্রশ্নপত্র বিতরণ করে পরীক্ষা নেওয়ার পরামর্শ দেন এই শিক্ষাবিদ।

মাউশির কয়েকজন কর্মকর্তা *প্রথম আলো*কে বলেন, শহরকেন্দ্রিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনেক শিক্ষক এগিয়ে থাকলেও মফস্বলের পরিস্থিতি করুণ। সিরাজগঞ্জ ও বগুড়ার দুটি বিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষক বলেন, গণিত ও উচ্চতর গণিতে নতুন করে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু হওয়ায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।